গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
বিশ্বব্যাংক অনুবিভাগ
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.erd.gov.bd

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

অদ্য ০৭ জুন ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক-এর মধ্যে "Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER)" (৫০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং "বাংলাদেশ সড়ক নিরাপত্তা" (৩৫৮.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) শীর্ষক প্রকল্পের জন্য মোট ৮৫৮.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ২টি অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মিজ্ শরিফা খান এবং বিশ্বব্যাংকের পক্ষে বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিসের কান্ট্রি ডিরেক্টর Mr. Abdoulaye Seck উক্ত অর্থায়ন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (লিড এজেন্সি) এবং অংশীদার বাস্তবায়নকারী সংস্থা কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক PARTNER প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পটি জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৮ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হবে।প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের কৃষিপণ্যের বৈচিত্র্য বৃদ্ধিকরণ, উদ্যোক্তা তৈরি, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং কৃষিপণ্যের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ করা। প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে গুড এগ্রিকালচার প্র্যাকটিস (GAP) এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি প্রদর্শনী, কৃষক স্মার্ট কার্ড প্রবর্তনের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি সেবা নিশ্চিতকরণ, সেচ ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ, আধুনিক ক্রপ প্যাটার্ন প্রবর্তন ও ফসলের জাত উদ্ভাবন, ধানের নতুন জাত উদ্ভাবন ও উদ্ভাবিত জাতের প্রদর্শনী এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন।

"বাংলাদেশ সড়ক নিরাপত্তা" শীর্ষক প্রকল্পটি সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (ডিজিএইচএস) কর্তৃক যৌথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। বর্তমানে আধুনিক সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহত/ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ যেমন বাড়ছে, তেমনি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। তাই প্রত্যাশিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০৪১ সালের মধ্যে দক্ষ আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির হার লাখে ১৪.৪৩ হতে ১৩.০-তে কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যার আলোকে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, টাঙ্গাইল ও বগুড়া জেলায় সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম জোরদারকরণ; জয়দেবপুর-জামালপুর (এন-৪) সড়ক এবং পাবনা-রাজশাহী (এন-৬) সড়ক করিডোরে পাইলটভিত্তিক সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন; সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি; সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস এবং দুর্ঘটনাজনিত ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা কমানো। প্রকল্পটি মে, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৮ খ্রি. মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে।

বিশ্বব্যাংকের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ) থেকে এসডিআর-এ ঋণ গ্রহণ করা হবে এবং গৃহীত ঋণ ৫ (পাঁচ) বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ ৩০ বছরে পরিশোধ করতে হবে। এসডিআর-এ গৃহীতব্য এ ঋণের উত্তোলিত অর্থের ওপর বার্ষিক ০.৭৫% হারে সার্ভিস চার্জ এবং ১.২৫% হারে সুদ প্রদান করতে হবে। অনুত্তোলিত অর্থের ওপর বার্ষিক সর্বোচ্চ ০.৫০% হারে কমিটমেন্ট ফি প্রদেয় হবে। তবে বিশ্বব্যাংক চলতি অর্থ বছরসহ দীর্ঘদিন ধরে কমিটমেন্ট ফি মওকুফ করে আসছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর হতে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের জন্য সর্ববৃহৎ বহুপাক্ষিক উন্নয়ন অংশীদার। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের উন্নয়নে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে, আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও লজিস্টিক, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সমন্বয়, নগরায়ন এবং ডেল্টা ব্যবস্থাপনা খাতে অর্থ যোগান দিয়ে আসছে। চলতি অর্থবছরে বিশ্বব্যাংক হতে এ পর্যন্ত মোট ৩.৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে, যা কোনো এক বছরে বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের সর্বোচ্চ অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি।

০৭/০৫/২০২৩

আফরিনা ইসলাম
উপসচিব